গেরুয়া তিমির

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

GERUA TIMIR

A collection of Bengali Poems

by

Rabi Gangopadhyay

প্রথম প্রকাশ ঃ

কপিরাইট ঃ রেবা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ঃ

প্রকাশক ঃ

মুদ্রক ঃ

Website : http..//www.rabigangopadhyay.com

যোগাযোগ ঃ ০৯৪৩৪৫২১৩৪৯

দাম ঃ

উৎসর্গ
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

গেরুয়া তিমির

সূচী

রাতের	৯
দৈনন্দিন	১০
বৃষ্টি	১১
তুমি	১২
আমার সঙ্গে	১৩
রাজরাজেশ্বরী মঠ	১৪
নৈসর্গিক	১৫
ন হন্যতে	১৬
অসম	১৭
দেবীপক্ষ	১৮
ঐশ্বর্য	১৯
নিয়তি	২০
একদিন	২১
কাহিনি	২২
নির্জন যুদ্ধ	২৩
একটি মৃণালে	২৪
গেরুয়া তিমির	২৫
বাড়ি ফিরতেই	২৬
একজন কবিকে	২৭
ধর্ম	২৮
একা	২৯
সংঘ	৩০
প্রব্রজ্যা	৩১
প্রাচেতস	৩২
অকবি জনোচিত	৩৩
পরিণাম	৩৪
পদ্মপাতা	৩৫
অসমবৈরীতা	৩৬
বিশ্বাস	৩৭
গুগুনিয়া	৩৮
যাওয়া	৩৯
ফেরা	৪০
দুপ্রান্ত	৪১
ডানা	৪২
উদযাপন	৪৩
সহাবস্থান	৪৪
বিরোধাভাস	৪৫
সেই সব কবিদের	৪৬
যখন লেখা নেই	৪৭
শুখানো	৪৮
রক্তে	৪৯
পালক	৫০
গাইড	৫১
একা নও	৫২
দুরূহ	৫৩
ছায়াশরীর	৫৪
বন্ধু	৫৫
কৌটো	৫৬
আপূন্য	৫৭
প্রবণতা	৫৮
কষ্ট হয়	৫৯
ছন্দ	৬০
ছায়াঘন	৬১
জলরেখা	৬২
শিক্ষানবিসী	৬৩

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ

ভালবাসায় অভিমানে	১৯৭৬ (প্রথম মুদ্রণ)
কবিতার কাছাকাছি একা	১৯৮১
বৃষ্টির মেঘ	১৯৮২
কোজাগর	১৯৮৪
আরশি টাওয়ার	১৯৮৯
মা	২০০৩
পুণ্যশ্লোক অন্ধকারে	২০০৮
উৎফুল্ল গোধূলি	২০০৮
কয়েক টুকরো	২০১০
প্রাচীন পদাবলী	২০১০
ভালবাসায় অভিমানে	২০১০ (দ্বিতীয় মুদ্রণ)

রাতের

টুকরো গুলি খড়ের
টুকরো গুলি পাতার
টুকরো গুলি রাতের
নিবিড় ভালবাসার

দৈনন্দিন

তুমি তাকাও ব'লে আমার স্নান হয়।
তুমি হাসো ব'লে আমার আহ্নিক।
যেদিন দেখা হয় না
আমার উপবাস।

বৃষ্টি

বৃষ্টি থেমে গেছে।
শ্রাবণের মেঘ
ঝুঁকে নিচু মুখ
জলে ভেজা মুখ
তাতে কী আমার!
শ্রাবণ সন্ধ্যার
এলোমেলো হাওয়া?
বৃষ্টি থেমে গেছে।
বৃষ্টি থেমে গেছে।
বৃষ্টি থেমে গেছে?
বৃষ্টি থেমে যায়?

তুমি

লতাগুল্মে ঢাকা ছিল ছায়াচ্ছন্ন ছিল
তুমি
দু'হাতে পরিষ্কার ক'রে
আলো ফেললে
আমার গোপন আমার নিঃশব্দ আমার নিশীথিনী
চূর্ণ ক'রে
পূর্ণ ক'রে দিলে
সেই থেকে দুর্গপ্রাকারের বাইরে আমি
মেহের আলি
পথিককে সাবধান ক'রে দিই
আমাকে সাহায্য করে অলৌকিক জল
অবিশ্বাস্য বনস্পতি অসমসাহসী চূড়া
আঁতকে ওঠা নিচু খাদ রক্তচমকিত ডানা
দুর্গের ভিতর তরঙ্গমুখর সমুদ্র
তীরে প্রাসাদ
প্রতিহারিণী
হাঁ মুখ পাথরের সিংহের মাথায় পা দেওয়া পরী
ফোয়ারা
দ্রাক্ষাকুঞ্জ অজস্র গথিক গম্বুজ ঝরোকা আর
তুমি।

আমার সঙ্গে

ছোট ছোট ভুল গুলি ধুলোর আঁচলে
ফুলের মতন তুলে রেখেছো এখনও ?
আর কি সময় আছে। আছে? থাক। যাই।
একাই। আমার সঙ্গে মৌন পথরেখা।

রাজরাজেশ্বরী মঠ

কারও ভাগে কম পড়বে ব'লে আমার প্রতি এত কৃপণ?
আমি তো বলেছিলাম
কোনও কিছু নেব না তোমার
মনে পড়ে?
আমি তো বলেছিলাম এই গোধূলিতে একটি
দুর্ঘটনার কথা জানাজানি
না হওয়াই ভাল।
তুমি জানতে আমার ঘাত অপঘাত
তবু মধুপর্কের বাটি সুরভিবিহ্বল পানপাত্র
আমাকে দেখালে
পাগল করলে নিষ্কটাক্ষ অভিঘাতে
তারপর এত কৃপণতা?
আমার শব্দ নেই আমার
আর শব্দ নেই চৌষট্টি কলা আবৃত্তি করি
আর শব্দ নেই সর্পগতি মণিমণ্ডিত করি
ইচ্ছার অভিঘাতই ঐশ্বর্য জেনে
রাজরাজেশ্বরী মঠ স্থাপন।
তবে আর কাকে দেবে? কাকে দেবে?
অব্যাকৃতা, তোমার বিরোধাভাসে
আমি অচৈতন্য।

নৈসর্গিক

গ্রাম্য কৌতূহল নিয়ে বাবলাবনে উঁকি মারে চাঁদ
পুরনো দীঘির মত টলোমলো আলো
ধূর্ত নাগরিক কবি নেমে যায় জলে
তৎক্ষণাৎ পদ্মবনে সাপের ছোবলে
নীল হয়ে জেগে থাকে তার দুটি চোখের আকাশ

ন হন্যতে

আমার বিশ্বাসটুকু হননের জন্য এসেছিলে।
কার্যত সম্পন্ন ক'রে চ'লে গেছ। কিন্তু পাশাপাশি
অবিশ্বাসও হত। তুমি জানো না। এখন
দুয়েরই ওপারে তীব্র অকারণ উত্তেজিত আছি
শাস্ত্রহীন শস্ত্রহীন মানুষের সংহিতা বিহীন।

অসম

এরকম অসম বন্ধুত্ব হয় নাকি?
না হলে কী ক'রে এত ফুল ফুটল
কী ক'রে এত পত্রপল্লবে অবনত হল শাখাগুলি
নদীটি গান শোনাল সারা রাত
তারাগুলি জেগে রইল
গন্ধব্যাকুল বাতাস কানাকানি ক'রে
মিলিয়ে গেল কাঁসাইয়ের জলে?
আমিই বা এই বয়সে কী ক'রে দেখাতে পারলাম
পরাগসম্ভব বেদনা পর্যাকুল সিঁড়ি প্রত্যাশাবন্ত আর্চ
গম্ভীর গথিক গান্ধার রীতির শিল্প
বাঁকুড়ার টেরাকোটা?
বারো বছর ধ'রে বিন্দু বিন্দু সুধায় রচিত হয়েছে এই সমুদ্র
বিন্দু বিন্দু বিষে নীল হয়েছে আকাশ
বিন্দু বিন্দু পিপাসায় এত শোষণশক্তি এই মৃত্তিকার
অনন্তবয়সিনী ঈশ্বরীর সঙ্গে
আমার এই ভালবাসা।

যতই উৎফুল্ল হোক গোধূলি গোধূলি।
সূক্ষ্ম শরীরের আনাচে কানাচে এত কাঁচের টুকরো!
অবচেতনের তলে এত মাধুকরীর মন্দিরা!
সন্ন্যাস নিয়েছ। সংগ্রামই পূজা।
স্বধর্মই শ্রেয়। ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতই পৌরুষ।
স্রষ্টার অন্তরে সে হ্লাদিনীশক্তি।
তাকে বোধন করো বরণ করো।

ঐশ্বর্য

আমার কী নেই বলো, তবু তুমি দিতে চেয়েছিলে।
আমার সময় হয়নি, দেখা হবে আরও দেখা হবে।
কথা কি জরুরী খুব? আমি কিন্তু দেবতার বরে
সক্লেশেও ভুলে যাই রোমহর্ষ কাহিনি। আবার
আমার বন্ধুর হাতে তুলে দিতে পারি সানন্দের
চেয়ে বেশি কৌতূহলে হৃদয়ের শিরার গভীরে
সহস্র শিকড় মেলা ভালবাসা, আহ্নিক-অরণি।
আমার সমস্ত আছে, অনেকের অধিকারহীন
আয়ত্ব-অতীত ঢের, তবু তুমি দিতে চেয়েছিলে
মনে রাখব। আজ যাই। সংঘহীন একা যাচ্ছি কি না!

নিয়তি

এত তীক্ষ্ণ ঋজু রেখা রেখার ভিতরে এত বাঁক!
কে বুঝবে সংকেতগুলি এত কম কথা নিচু গলা!
ঝোলো আবেগের গলা ধ'রে ঝোলো সফেন মদির
বার বার বলি। তবু কানে নেয় না, আরও
চূড়ান্ত শীর্ষের দিকে ঝুঁকে পড়ে। নীচে হা হা রব
তুমি হেসে ওঠো উপনিষদের সুতীব্র সংসারে।

একদিন

একদিন সবাই থেমে যায়, থমকে দাঁড়ায়, কেউ
দেখে একচুল এগোয়নি, কেউ পথের প্রান্তে পৌঁছে যায়
যে ভেবেছিল সেই শুরুতেই দাঁড়িয়ে আছে, হয়ত তারই
ডাক পড়ে, যে প্রান্ত ভেবে উৎফুল্ল হয়েছিল তার হয়ত
দিন যায় রাত যায় অপেক্ষার পাহাড় আকাশ স্পর্শ করে
এইরকম সব বিরোধাভাসের ভিতর উঁকি ঝুঁকি মেরে
পরিহাসপ্রিয় তুমি হাসতে থাক হাসতে থাক আর
আমার উদ্দেশ্যবিধেয়হীন নাবিকহীন তরণীটি
তারাহীন অন্ধকার আকাশের তলে পার খুঁজে বেড়ায়
তীরে কত ঘরের দাহ কত বেড়ার বন্ধন কত ক্ষয় কত ক্ষতি
কত জয় পরাজয়ের শিবির
প্রায় বৃদ্ধ কবির খালি মুঠোতে
উপচে পড়ে শুধু উপলব্ধির বেদনা
পেরিয়ে আসার দুঃসহ দুর্লভ আনন্দ
একদিন তার মত সবাই অর্থহীন উল্লাসে হেসে বলে
হে মৃত্যুৎসারিত জীবন
আমি চাই না আর কিছু চাই না।

কাহিনি

জেগে উঠে দেখি, নেই। দরজা খোলা হা হা
স্তব্ধ মধুমালতীর ঘুমের কোরকে শাদা স্মৃতি
মুড়িয়ে খেয়েছে ছোট ন'টে গাছ আশ্রমের পশু
কালের রাখাল, আজ আর আমার কোনো গল্প নেই।

নির্জন যুদ্ধ

যারা জঙ্গলে রয়েছে তাদের হাতে নাইটভিসন
ইনসাস এস এল আর। যারা পাহাড়ে রয়েছে
তাদের হাতে অফিস মায় আদালত পর্যন্ত।
যে লোকটা একা সংঘহীন শিরস্ত্রাণহীন শুধু
কাগজের বুকে আঁকিবুকি কেটে নির্জন যুদ্ধ করছে?
সব একদিন থেমে যাবে। সাংসদ হয়ে রাইফেল লুকিয়ে রাখবে।
যে লোকটা একা পরিত্রাণহীন হাতুড়ি আর ছেনি নিয়েছে
তার নির্জন যুদ্ধ চলতে থাকবে চলতেই থাকবে।

একটি মৃণালে

সত্যের কাছে মৃত্যু ও জীবন এক সাযুজ্যস্তব্ধ স্থিরতা।
যা কখনো হয় না, যার কোনও হওয়া নেই
তার হাহাকার কেন?
প্রায় সন্ধের স্পর্শ থেকে
তার ব্যবধান যে অনেকখানি।
সৃষ্টি আর বিনাশের সমার্থকতা জানো না বলেই
এই মৃত্যুমন্ত্র।
প্রত্যাশাই মৃত্যুস্পৃষ্ট।
সঙ্কল্পই মৃত্যুদষ্ট।
তোমার কি কোনও দায়বদ্ধতা ছিল কখনও?
মনে ক'রে দেখ
তোমার কি কোনও প্রয়াসবদ্ধতা ছিল কখনও?
তোমার অন্তর্গূঢ় ধর্ম তোমাকে
কার অনুবর্তী করেছে এতদিন?
তোমার সন্ধে ও সকাল যে
একটি মৃণালে ফুটে আছে!

গেরুয়া তিমির

কেবল তোমার জন্যে। ওরা কেউ না তাকাক, তুমি
নিষ্পলক চেয়ে আছ। লজ্জায় তুলি না এই মুখ।
সবচে' পেছনে থাকি। যাই না। ভাবি না।
বুকের অনেক তলে জলে ভেসে যেতে যেতে
একটি নির্জন নাম হাত ধ'রে টেনে নেয় শুধু।
কেউ তো জানে না তুমি নিজে এসেছিলে একদিন।

বাড়ি ফিরতেই

বাড়ি ফিরতেই বই খাতা কলম হৈ হৈ ক'রে উঠল
যেন মস্ত বন্ধু ফিরে এসেছে
অজস্র অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে
বেরিয়ে পড়বে যেন এক্ষুনি নানা রঙের জ্যোৎস্না
নানা আকারের সুগন্ধ কত রকমের বাতাস
জটিল অথচ অর্থবহ কত হৃদয় হৃদয়ের ভাষা

আমি মুচকি হেসে চা বানাই
খেতে খেতে গল্প করি
ওরা লেখার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে
সেই কত বার হাতে পালকের কলম গুঁজে দেওয়া
নির্বন্ধের মত পাখিটি আবার কারিপাতার আড়ালে
ডেকে উঠল দু'বার
বহু পুরনো ধূসর ছায়ারা
মাথা নাড়ল
কোথাও—কোথাও নেই জলের শব্দেরা
বেজে উঠল সেতারের মত
খোলা দরজা খোলা জানলা
ধুলোর মেঝে পাতার উঠোন কাঁটালতার বাগান
পাথরের দেওয়াল ঝম ঝম ক'রে বাজতে বাজতে
আমার অভিমান খান খান ক'রে ব'লে উঠল
তুমি লেখো। তুমি লেখো। তুমি লিখবে না?

একজন কবিকে

ব'লেছিলে, এরকম? বুঝিনি তেমন
আজ সব মনে পড়ে ধ্যানের মতন
যতটুকু স'রে আসি ততটুকু কাছে
বারণ করেছো বলতে জেনে যায় পাছে
লোকেরা, বলিনি, আরও হয়ে যাই একা
আরও বেশি চুপচাপ, এই সব লেখা
না বুঝেই স্তাবকেরা ন' হাজার ঢাক
বাজাতে বাজাতে যাক দু'পায়ে মাড়াক
তরুণের মুখে শুনি তরুণের নাম
এরকমই, ব'লেছিলে, তোমাকে প্রণাম।

ধর্ম

ধর্মের কোনো দেহাবয়বের কথা কেউ
আমাদের বলেননি
এক নির্বস্তুক সদাচার তিনি—
অথচ যুধিষ্ঠিরের পিতা!
ধর্মকে কোথাও যম রূপে দেখতে পাই অবশ্য
সাবিত্রীর স্বামীর প্রাণ
যিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন।
জলার্থীদের যিনি হ্রদের তীরে বিনাশ ক'রেছিলেন
সেই বক?
তাঁকেও ধর্ম বলা হয়েছে।
বলা হয়েছে বিদুরকেও।
বহুরূপী এক ধারণাস্বরূপ এই ধর্ম।
গণ্ডি যার খুব সূক্ষ্ম।
এত সূক্ষ্ম যে অদর্শনীয় তো বটেই অনির্ণেয়ও।
তাই পাটলিপুত্রের বরাঙ্গনা বিন্দুমতী
সম্রাট অশোক ও জনমণ্ডলীর সম্মুখে
গঙ্গাকে বিপরীত স্রোতে প্রবাহিত করেছিল
কেননা সে স্বধর্মে স্থির
সৎক্রিয়ায় অবিচল।
ধূসর মনু সংহিতার মলাটে ধর্ম আজও কী জীবনানুগ!

একা

একা করো আরও একা করো
অনাহত তোমার নূপুর
না হলে যে শুনতেই পাবো না।

একা করো আরও একা করো
প্রহৃত ও প্রতিহৃত আমি
না হলে যে বেজে উঠব না।

সংঘ

প্রেমিক একাকী নয় আজ।
আজ প্রেম চূড়ান্ত একাকী।
তার গায়ে ধুলো চোখে জল
আর্ত ও প্রসন্ন তার মুখ
চিরকাল সে খুব একাকী।

প্রেমিকেরা খঞ্জনী বাজায়।

প্রব্রজ্যা

সমস্ত দিন আমার সঙ্গে সন্ন্যাসী মেঘ ছিল
কৌতূহলের লেশ ছিল না মাটির প্রতি তার
রাতের নারীর সঙ্গে আছে অবাক রকম মিলও
ভেবে আকুল আমি যাব সঙ্গে তবে কার!

কথার কথা দিয়ে ছিলাম এখন বাড়ি ছেড়ে
কোথাও যেতে মন চায় না সন্ন্যাসী মেঘ নারী
বাউল বাতাস নেবেই যখন শিউলিগুলি পেড়ে
ডান হাতে নিই খুরপি আর এক হাতে জলের ঝারি।

প্রাচেতস

আমার নিজের হাতে তুলে আনা সমস্ত পাথর
কী ক'রে যে গ'লে জল। গড়ায় বুকের তল থেকে
তোমার সহস্র শীর্ষে ঃ তুমি করো স্নান।

আমার সমস্ত বিষও তোমার সহস্র মুখে শুষে
প্রতীকী জলধি হও ঃ আমি ডুবে যাই।

তমসা নদীর নাম। এইটুকু জেনেছ সকলে।
আমার মুখে কি আজও লেগে আছে কিছু, প্রাচেতস?

অকবিজনোচিত

বলতে দ্বিধা নেই
আমি ভালবেসেছিলাম।

তাই এত হেঁটে যাওয়া এত শীত গ্রীষ্ম
বৃষ্টির প্রার্থনা।

তাই ঘর কার্পেট
বাঁকুড়ার ঘোড়া পুরুলিয়ার মুখোশ।

তাই প্রতিবিনিময় সংযত সৌজন্যতা
এত জন্মদিন বিবাহবার্ষিকী।

এত ঘোষণা বিশ্বদিবস
সংঘ স্বাধীনতা।

এত একাকীত্ব অসহায়তা
জলমগ্ন প্রপন্নার্তি।

তাই মুঠোভর্তি ধান সর্বপায়ী শিকড়
সর্বংসহা মাটি।

বলতে পার, তাই এমন বিরোধাভাস
কাউকে কিছু না জানিয়ে
এমন চ'লে যাওয়া।

পরিণাম

একজন 'কয়েক টুকরো' জড়ো ক'রে কাউকে দেবার
আগেই ছড়িয়ে পড়ল গড়িয়ে গড়িয়ে চ'লে গেল
শীতের পাতার মত খড়ের কুটোর মত নিহত পাখির
পালকের মত ঃ ঊর্ধে দেবতারা সস্ত্রীক হাসলেন
চমকে উঠল গেরুয়ায় আপাদমস্তক ঢাকা
নিম্ন মধ্যবিত্ত এক গৃহী

পদ্মপাতা

নিজের বাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালেও
বাড়ি আজকাল বোবা
তাকিয়ে যেন চিনতে পারে না
অনন্তবার হাঁটা পথও যেন বিদেশী পথিক ভেবে
আচরণ করে
আমার একান্ত নদীটিও চমকে ওঠে আমাকে দেখে
ভ্রূক্ষেপ করে না বিকেলের বাউল বাতাস
একই মুখভঙ্গি ক'রে রগড় করে আমার ছায়া
অবাধ্য বখাটে ছাত্রের মত
ডানা মুড়ে ব'সে থাকা পাখিটি
তাকায়
দমকা হাসিতে ফেটে পড়তে চায়
ঝাঁকড়া মাথা বাবলা গাছ
হাসি ছলকে পড়ে পুকুরের পদ্ম শালুকের
মাছরাঙা উড়ে এসে যেন বলে
বাড়াবাড়ি কোরো না
কার্ণিশ থেকে ঝুঁকে নিচু হয়ে থাকে অপবৃক্ষশাখায়
অসমসাহসী চাঁদ
একরাশ তুমুল মেঘ কোলাহল করতে করতে ছুটে এসে
আমাকে ধাক্কা দিয়ে নিচু খাদে নেমে যায়
আমি সবাইকেই সুযোগ ক'রে দিয়েছি—আমার আর
অপমান নেই
শুধু আমার হাজার শৈশব হাজার কৈশোর
অঞ্জলি থেকে ফোঁটা ফোঁটা পদ্মের পাতায় ঝ'রে পড়ে

অসমবৈরীতা

ঈশ্বর নিজেই কেন এরকম অসমবৈরীতা নিয়ে বৃথা
বিনষ্ট করেন শিল্পসুষমামণ্ডিত তির গুলি!
কলঙ্কখচিত হয়ে ওঠে তাঁর অব্রণ ও অম্লাবির তনু
স্বেদসিক্ত মুখশ্রীতে কনককুণ্ডলে ও কিরীটে
আর্ত রক্তবিন্দুগুলি, গার্হস্থ্যের নশ্বর ফুলদানি।
ঈশ্বরের বন্ধু নেই? সচিব? বা শুভানুধ্যায়ীও?
এত ত্রিকালজ্ঞ ঋষি সংহিতা প্রণেতা? তাঁরা তাঁরা?
আমার তো হাসি পায়। কোটি কোটি আর্ত, অবিশ্বাসী
শরণাগত ও করজোড়। তবু অসমবৈরীতা এরকম
নিরীহ কবির সঙ্গে? দুঃখে যার কবেই ভেঙেছে শিরদাঁড়া!

বিশ্বাস

এমন ক'রে বলো যেন আমিই গিয়েছিলাম
এমন ক'রে বলো যেন আমিই নিয়েছিলাম
আমিই তুলে দিয়েছিলাম ওদের হাতে হাতে

বস্তুত ঠিক তাই কি? দেখ কেউ আমাকে চেনে?
কেউ কি কিছু মানে এবং সবকিছু ঠিক মেনে
রাত পাঠাচ্ছে দিনে এবং দিন পাঠাচ্ছে রাতে?

কে যে বলছে কে যে শুনছে কেউ জানেনা কিছু
প্রেতের মত ছায়া জমছে ছায়ার পিছু পিছু
ভয়াবহ শব্দধূমে ভরেছে পৌষমাস

তাই এখানে এমন দূরে পালিয়ে এসেছিলাম
একটি ভীরু জাগর প্রদীপ জ্বালিয়ে এসেছিলাম
এখনো তার শিখায় অসমসাহসী বিশ্বাস

শুশুনিয়া

তুমি কবে এসেছিলে কবি?
আমি শুধু অদূরে দাঁড়িয়ে
একবার তোমাকে দেখতাম।
কীভাবে মুহূর্ত হল স্থির
মুহূর্তে সমস্ত স্থিরতর।

তুমি কবে এসেছিলে কবি
বাঁকুড়ার ঘোড়া মধ্য মাঠে
ফিরে পাওয়া অবিশ্বাস ভয়

আমার ভীষণ ইচ্ছে করে
আর একবার যদি এসে
এইখানে পাথরে দাঁড়াও

তাই মাঝে মাঝে চ'লে আসি।

যাওয়া

যাব না বলিনি, শুধু দেরি হবে, হয়ত শুনেছ
নিরাময় হলেও তো শুশ্রূষার ঢের প্রয়োজন
ভালবাসা সম্ভবত গ্রহণ বর্জন ফেলে যায়
মানুষের সীমা ছেড়ে। বলি যাব, বলি না যাব না
যাকে চাই তার জন্যে শিকড়ে শিকড়ে নামে ঝুরি
গভীর গোপনে সত্য ফুটে ওঠে গোলাপের মত
মাটির হৃৎপিণ্ড মুচড়ে অনশ্বর প্রত্যয়ের ডালে
তোমাকে বলিনি আর তোমাদেরও বলিনি যাব না।

ফেরা

ফেরার কিছুই নেই।
স্বর্ণঅতীতের দিকে তাকায় মানুষ
অমল শৈশব তাকে ডাকে।
কৈশোরের কারুকার্যলোক।
সস্পর্শকাতর যৌবন।
আমার ফেরার কিছু নেই।
কিছুই ছিল না?
অবচেতনের তলে জ্ব'লে ওঠে একটি দুটি ঢেউ
জন্ম থেকে জন্মান্তর থেকে
নামহীন মায়াবী মৃতেরা
বিষণ্ণ বিহ্বল করে ঃ
কিছুই ছিল না?
প্রৌঢ়ত্বের হাতে কাঁপে বার্ধক্যের খামে মোড়া চিঠি
স্বীকারোক্তি শিরোনামে কাঁপে
এলোমেলো হাওয়ার প্রলাপে
বুঝেছি আমার আর ফেরা ছাড়া অন্য পথ নেই।

আমাকে আবার আসতে হবে।

দু'প্রান্ত

আমার প্রয়োজন নেই।

যখন দাঁড়িয়েছিলাম
ধূসর ছিল পথরেখা
আকাশে কোনো তারা নেই
অকূল জলহীন মাঠ
প্রেতের মত হু হু হাওয়া
স্তব্ধ হিমে নীল রাত।

তখন তাকিয়েছিলাম।

এখন প্রয়োজন নেই।

এখন মুঠো মুঠো রোদ
শান্ত সুখী দিন রাত
কৃতাঞ্জলি ভালবাসা
আপরিমেয় ঋণ শোধ।

আমার জানা হয়ে গেছে।

ওদের হাতে তুলে দাও।

ভাষা

পথ থেকে আমি কুড়িয়ে নিয়েছি হাতে
তাই ধুলো বালি মাটি লেগে আছে তাতে
গ্রাম্যতা করে অক্লেশে আসা যাওয়া
সাহসী শহুরে করে না দাবি ও দাওয়া

পাখি ব'লে যায় ঃ নিজস্ব। আমি জানি।

অনুষ্ঠানের ঊর্ধ্বে এ লেখা ব'লে
ঘাসে ভর ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে জলে
চোখের, মায়াবী লোকের, কী অনাহত!
স্বভাবকবি কি গালাগাল? অতশত

বুঝি না বুঝি না ঃ কী কৌম কানাকানি।

উদযাপন

কাল রাতে ক্রুদ্ধ এক হ্রেষার আঘাতে
দুজনেই ঘুমোতে পারিনি
আজ তাকে শান্ত করো আনাচে কানাচে ঠিক যাতে
ব্যূহ তৈরী ক'রে ফেলে উদ্ধারকারিণী

তোমাকে নিশ্চিতি দেয় নিদ্রাঅভিভূত
নিশীথিনী নিরঞ্জন আকাশের নীল
আমরা সমস্ত রাত উদযাপনে রত
থাকতে পারি কৌলব্রতে বন্ধ ক'রে খিল।

সহাবস্থান

একজন জন্মান্ধ শুধু অন্ধকার ছাড়া কিছু নেই
একজন অক্ষম পঙ্গু পরশ্রীকাতর সঙ্গহারা
একজন চতুর ধূর্ত প্রতারক বিশ্বাসঘাতকও
একজন নিতান্ত মূর্খ নির্বোধ অসাড়
একজন দাম্ভিক তীব্র উন্নাসিক স্পর্ধাবান স্থির
একজন প্রমত্ত একজন . . .
ঠিক সামঞ্জস্য ক'রে
আশ্চর্য উল্লাস নিয়ে আমার ভিতরে
আমার বাহিরে . . .
আমি খেতে দিই পরতে দিই, ওরা
তবু অবিশ্বাস করে আমাকে, কেননা মাঝে মাঝে
একজন মুণ্ডিত মাথা জানুমাত্র গেরুয়া সন্ন্যাসী
সন্তর্পণে আসে আর চলে যায়
কিছুতে থাকে না
মিতবাক, কোনও দিন, শুধু হাসে, কিছুই বলে না
খিদে নেই তেষ্টা নেই মান অপমান নেই তার
এক টুকরো পশম নেই এই শীতে
ওদের তবুও কেন ভয়
ছন্দপতনের মত সন্দেহপ্রবণ প্রাণপণ
শেকড়ে শেকড়ে শুষে অন্তরাত্মা
লুব্ধ ডালপালা
আকাশ গ্রাসের জন্যে হাত বাড়ায় যেই
মুণ্ডিতমস্তক জানুমাত্র গেরুয়া সে সন্ন্যাসী
কুণ্ঠিত দাঁড়ান রাজরাজেশ্বরী মঠে।

বিরোধাভাস

আমার বন্ধুই নেই তবু এক বন্ধুকে উদ্দেশ
ক'রে ক'রে কথা বলি চিঠি লিখি কবিতা টবিতা
আমার শত্রুও নেই তবু এক প্রতিস্পর্ধা শিরায় শিরায়
বিদ্যুৎ চমকায় এই জাগরণে ঘুমের ভিতরে।
আমার শহর নেই গ্রাম নেই ঘর বাড়ি নেই
সংঘ নেই সভা নেই ধর্মাধর্ম নেই
তবু ওদের ভিতরে
ঝ'রে ঝ'রে পড়ি যেন শ্রাবণের আগুনের মত
আশ্চর্য বিরোধাভাসে জড়িয়ে ছড়িয়ে থাকে
আনন্দবেদনা।

সেইসব কবিদের

সেইসব কবিদের কাছে যাই, যাদের জীবন
কবিতা, প্রকৃতবোধে, যারা ছুঁয়ে দেন এই মন
তাপিত বিষণ্ণ ম্লান অবসন্ন, আর সে ছোঁয়াতে
থামে না গোপন কান্না সারাদিন রাতে
স্নেহকণ্ঠে ঝরে ফুল ব্যথিত উপুড় কোজাগর
ধ্যানস্থ ধারণাগুলি জ্ব'লে ওঠে চিন্ময় পাথর
আনন্দরহস্য কাঁপে চিত্তলোকে চোখের সজল
কবিমূর্তি হেসে হেসে বলেন ঃ পাগল!
সবাই কি কবি হয়? কেউ কেউ কবি
সুন্দরের দূত আসে চ'লে যায় সুখ দুঃখ সবই
ভোগ করে অবিকল মানুষের মত, পৃথিবীতে
ব্যাকুল প্রাণের জন্যে সেতু বেঁধে দিতে
প্রাপ্য পেতে জেগে উঠতে স্পর্শ করে গোপনে কখন
মানুষের হৃদয়ের অতল নির্জন তার মন

সেইসব কবিদের কাছে যাই পায়ে রাখি হাত
যদি এ তামসদিন কেটে গিয়ে আবার প্রভাত
ফিরে আসে ফিরে আসে মলয়ের হাওয়া
তাই যাওয়া প্রার্থনায় শরণাগতিতে তাই যাওয়া।

যখন লেখা নেই

যখন লেখা নেই তখনই হাহাকার
তখনই চরাচরে নিঃস্ব হাওয়া
অবিশ্বাসী দিন শ্রমণ হত্যার
শ্বাপদসঙ্কুল রাতের মায়া

যখন লেখা নেই তখনই পৃথিবীর
কুটিল কালো জল জটিল রেখা
যখন লেখা নেই তখনই সেই তির
অমিতবাক হয়ে এসেছে একা

আমাকে গেঁথে পেতে প্রথিত পরা

ওখানে

ওখানে সমুদ্র আছে পাহাড় পাইন বনভূমি
জলপ্রপাতের তীব্র আছড়ে পড়া সফেন আবেগ
আশ্লেষে আশ্লেষে ঢেকে রাখা শাদা বরফশিখর
রাতের সংহিতা থেকে অনুশাসনের তীব্র শ্লোক
ওখানে সমুদ্র আছে জলের গোপন টান আছে

আমার বিকীর্ণ কষ্ট ব্যথা ভুল ব্যাকুল গোধূলি
নির্জন রহস্য স্পর্শ রেখে আমি এসেছি আগেই।

রক্তে

রক্তে কেবল সেই শব্দ
রক্তে কেবল সেই শব্দ
রক্তে কেবল সেই শব্দ

এত জল করি তবু রক্তের
বিষে নীল বিদ্যুৎ চমকায়
আমি ভুলে যেতে চাই প্রাণপণ
পাতালের পথে ছেড়ে স্বর্গ
তবু যেই রাত নামে নিশ্চুপ
হাওয়া থামে স্মৃতিদের কোলাহল
হঠাৎ দাঁড়ের সেই ছপ ছপ
আগুনের শিস ওঠে শন শন

উন্মাদ স্মৃতিভুক অশ্ব
ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে কশাঘাত
ঝড় আর বৃষ্টির নির্দয়
জন্মের মৃত্যুর ধর্মের

রক্তে আকাশ চাপা শব্দ

পালক

নিজেকে বিশ্বাস ক'রে এত দূর এসেছি একাই।
এখন সংশয়! কিন্তু ফেরা আর যাবে না ওখানে।
সেতুর দু'প্রান্তে ওরা দুজনেই আমাকে দেখায়
নীচের কুটিল স্রোত। তৎক্ষণাৎ পাখি উড়ে যায়
একটি পালক রেখে ন হন্যতে লেখা।

গাইড

দুঃখ নেই কষ্ট নেই অভিমান অপমান নেই।
নেই? নাকি পাথরের বুকে সব ভাস্কর্যের মত!
সমুদ্রের ঢেউগুলি ছুঁতে চায় ঋষিদের মত ঝাউবন।
পশ্যন্তীভূমিতে তুমি আমাকে বোঝাবে ইতিহাস।
আমি চ'লে গেলে একা দাঁড়াবে কোথায় দিনভর!

একা নও

তুমি তো একা নও। তোমার অপেক্ষা আছে।
অভিমান আছে। প্রত্যাখানের বেদনা আছে।
তুমি তো একা নও।
তোমার সঙ্গে রয়েছে তোমার ছায়া
সংসারের চাটাই ছেঁড়া মাদুর ভাঙা ইঁট
তুমি তো একা নও
যে তোমার চিহ্নহীন গ্রামের প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থের রাতে
দড়ি হাতে চ'লে যাবে অপরিসীম অবসানে!

দুরূহ

যত চাই সহজে বোঝাতে
তত বাড়ে দেখ জটিলতা
আর শুধু তোমাতে আমাতে
মনে মনে হয় ক'টি কথা

এই শুধু। এই টুকু শুধু
বাকি সব কাঁসাইয়ের জলে
বাকি সব পথে পথে ধূ ধূ
তোমার দু'চোখ শুধু বলে

কথা। নীরবতা। দু'টি চোখ
পলকে। সামান্য। এক কণা।
সহজ সরল এক আলোক।

কিছুই বলিনি? বলব না।

যেন ওৎ পেতে থাকে।
আমি বেরোলেই সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করে।
নিচু হলে নিচু হয় বেঁকে দাঁড়ালে বেঁকে দাঁড়ায়
দ্রুত পালাতে চাইলে সমান তালে সে সঙ্গে সঙ্গে যায়
আমার রাগ আর বিরক্তিতে ভ্রূক্ষেপ নেই।
শুনেছি, মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কারের সূক্ষ্ম শরীর থাকে
জ্ঞানের আলোতেও
তার অস্তিত্ব। শুধু জ্ঞানের আগুনে তার ভয়।
আমি আগুনের মধ্যে চ'লে যাব।
স্থূল সূক্ষ্ম পুড়িয়ে ফেলব।
দেদীপ্যমান কারণ অদাহ্য অক্লেদ্য অশোষ্য
ন হন্যতে।
আমি আগুনের মধ্যে যাব শুনে হায় হায় ক'রে ওঠে সংসার
আয় আয় ক'রে ডাকে চিতা।

বন্ধু

হাহাকার ক'রে ওঠে মাঝে মাঝে একাকী দুপুর
দু'চোখ উপুড় ক'রে
তত ধুলো বালি ছেঁড়া পাতা
ব্যাপক ব্যথিত তীব্র ঘূর্ণির আবর্তে পথ থেকে
অপমান তুলে নেয়
উঠে আসে স্নেহার্ত ঘাতক

আমি শুধু আমি তার পাপ নয় দুর্বলতা জানি।

কৌটো

একটি তামার পয়সা দু'টি কড়ি সমুদ্রের ফেনা
রুদ্রাক্ষের ছেঁড়া মালা জগন্নাথের ছোট পট
ভাঙা পেতলের চাবি
কয়েকটি অক্ষর
আশ্চর্য রোরুদ্যমান রূপকথার রুক্ষ কাঁটাজমি
এই পুণ্যশ্লোক অন্ধকারে।
এমনই পশ্চিম রাঢ়ে ভঙ্গ বঙ্গভূমে
এই প্রত্নলোকোত্তর
মাতৃপ্রদক্ষিণ! স্তব্ধ ধূপ ধুনোয় বিবর্ণ প্রতিমা।
হাসে লম্পট কলকাতা
বাণিজ্যে ডুবেছে নৌকো বহুদিন
লতাগুল্মে আচ্ছাদিত ভিটে
দিনের রাতের তাঁতে হাতে বোনা গল্প
বালুচরির কাহিনি
আশ্চর্য জলের দাগ জন্ম জন্মান্তর ঘুরে মা আমার
ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত কপোলে।

আণৃন্য

একদা তোমার হাতে তুলে দিয়ে সর্বস্ব আমার
নিজেকে দাতার ভূমিকায়
দাঁড় করিয়ে রেখে দেখেছিঃ হেসে উঠছে তৃণ

এখন সমস্ত স্মৃতি মুছে দিয়ে নিতান্ত কৌতুকে
পুরনো দু'একটি দুপুরের
দুঃখে দেখি লেগে আছে ঈশ্বরের ঋণ!

প্রবণতা

যতবার বলি আর যাব না ততই
দেশজ মেঘেরা এসে ছেয়েছে আকাশ
জঙ্গলমহল থেকে সংশয়ের হাওয়া
যতবার দূরে যাই নিরবসানের সীমারেখা
জবার বিশীর্ণ ডালে জু'লে ওঠে ব'লে ওঠে কেউ
রাতের পাখির মত ঃ কোজাগর কোজাগর কোজা . . .

কষ্ট হয়

বাক্যগুলি বিশ্লেষক নিরক্ত ও পুনরুক্তিময়।
অর্থহীন শব্দমালা প্রগলভ প্রমত্ত দিশেহারা।
কী আছে বলবার? সুস্থ স্বাভাবিক সহজ সুন্দর।
কে দিয়েছে ভার? কার মূর্খতার দায়বদ্ধ চলেছ প্রবাহে?
সবাই সুন্দর বোঝে। সবই বোঝে। তুমিই বোঝো না।
তাই ভারাক্রান্ত করো। কোলাহল করো। কষ্ট হয়।

ছন্দ

ছন্দের ভিতরে যদি কষ্ট পাও তুমি বাইরে যাও
এলোমেলো স্খলিত উল্লাসে
আমি একা
ঘরে থাকি লোভে পাপে আসক্তিতে
তুমি
ছন্দের ভিতরে যদি কষ্টে থাকো বলো
আমি নিজে হাতে ভাঙব
ছন্দোহীনতায়
বাজাবার ভার নিতে যথেষ্ট সক্ষম
তুমি বলো
গদ্যের পৌরুষ যদি ভালো লাগে বলো
এক্ষুণি বন্ধুকে ডেকে বলব যাও কাঞ্চনজঙ্ঘায়
তুমি সূর্যোদয় দেখবে ভোর হলে রাত শেষ হলে।

ছায়াঘর

বৃষ্টি পড়ে কালো আকাশ ব্যাকুল ঝড়ো হাওয়া
পাতারা নড়ে ব্যথিত দিন মাটির নিচু দাওয়া
ভেজে ভেজেই হৃদয় মন কে যেন নেই কে যে
মনে মনের ধূসর ঘরে হৃদয়ে যায় বেজে
মেঘেরা ডাকে রাতের বাঁকে ছোট্ট ন'টে গাছ
গল্প বোনে গোধূলিবেলা আকাশ গেরুবাজ
অর্বাচীন নায়ক তার তেপান্তর মাঠে
কাটায় রাত অকস্মাৎ আবৃত্তির পাঠে।

বৃষ্টি থামে শাদা আকাশ কোথাও ঝড় নেই
পাতারা চুপ ব্যথিত ধূপ পুড়ছে তো পুড়ছেই
গোধূলিবেলা প্রতিমা জলে নিমজ্জিত হাসে
জলের সিঁড়ি দেখিয়ে কাকে অমোঘ উল্লাসে
বৃষ্টি নেই শ্রাবণদিন আগুনমেঘে কি যে
অঙ্গীকার অস্বীকার তবু যে কেন নিজে
এখনো লেখো একটি নাম জলের অক্ষরে
মনে মনের পৌরাণিক ধূসর ছায়াঘরে।

জলরেখা

তুমি অনেকবার সুযোগ ক'রে দিয়েছ।
আমার ভয় আমার দ্বিধা আমার বিপর্যয়
সব নষ্ট ক'রেছে।
আমি তোমার কাছে
কৃতজ্ঞ।
তুমি অনেকবার এসেছো। এসে দাঁড়িয়েছো।
আমি বসতে বলিনি। জল দিতে ভুলেছি।
কেমন আছো—
জিজ্ঞেসটুকুও করা হয়নি।
তোমার গমনপথের দিকে তাকিয়ে
শুকনো চোখে হৃতসর্বস্বের মত দাঁড়িয়ে থেকেছি।
বুক ফেটে যাওয়া বাড়ি মূক হয়ে যাওয়া ঝাউ
লজ্জায় নিঃশব্দ মেঘমালা
আমার মুখে দেখেছে
তোমার আসা যাওয়ার জলরেখা।

শিক্ষানবিসী

যে পারত তোমাকে তুলে নিয়ে যেতে হ্রদের ওপারে
পাথর গম্বুজ মায়াখিলানের রহস্য চেনাতে তুমি তাকে
ধর্মের বর্মের মধ্যে রেখে দিলে যুদ্ধকুশলীর মত, আজ
আমাকে ছাত্রের মত শিখে নিতে হচ্ছে সব, যেন
সে এলে চেনাতে হবে আমাকে শেখাতে হবে
পাথরের ভাষা।